তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সূরা আলে ইমরান এর ১০৩ ও ১০৪ নম্বর আয়াত দুটি নিয়ে বিভিন্ন স্কলার দের বাংলা তর্জমা ও তাফসীর এখানে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ
فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

বাংলা অনুবাদ "আল-কুরআনুল করীম " ইসলামিক ফাউন্ডেশন:

-আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো; যখন তোমরা শত্রু ছিলে এবং অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয় এ ভীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাহাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ উহা হইতে তোমাদেরকে রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট ভাবে বিবৃত করেন, যাহাতে তোমরা সৎপথ পাইতে পারো। (৩:১০৩)

-তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে, সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকর্মে নিষেধ করবে - এরাই সফলকাম। (৩:১০৪)

কুর'আনুল করীম ইবনে কাসীর (প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান:)

- আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, আর তোমাদের উপর আল্লাহর দেওয়া নে'য়ামত কে স্মরণ করো। যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে এবং, তিনি তোমাদের অন্তরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা তো ছিলে একে আগুনের গর্তে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সেখান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হেদায়াত লাভ করো।(৩:১০৩)

- তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা জরুরি যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হবে সফলকাম। (৩:১০৪)

শব্দে শব্দে আল কুরআন: মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান:

- আর তোমরা ঐক্যবদ্ধ আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর নে'য়ামত কে, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করে দিলেন, ফলে তোমরা হয়ে গেলে তার দয়ায় পরস্পর ভাই ভাই । আর তোমরা তো ছিলে একে আগুনের গর্তে কিনারে। অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেন। সম্ভবত তোমরা সঠিক পথ পাবে। (৩:১০৩)

-তোমাদের মধ্যে এমন থাকা আবশ্যক এমন একটি দল যারা ডাকবে কল্যাণের দিকে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে এবং বিরত রাখবে অসৎ কাজ থেকে। আর তারাই হবে সফলকাম। (৩:১০৪)

কুরআনুল কারীম: খাদেমুল হারামাইন আশ- শারিফাইন:

-আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নি গর্তের দ্বার প্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট ভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা হেদায়াত পেতে পার। (৩:১০৩)

- আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা যেন থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে; আর তারাই হবে সফলকাম। (৩:১০৪)

তাফহীমুল কুরআন: সাইয়েদ আবুল আলা মাওদূদী:

- সকলে মিলিয়ে আল্লাহর রজ্জু শক্ত করিয়া ধারণ কর এবং দলাদলিতে জড়াইয়া পড়িও না। আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে স্মরণে রাখিও, যাহা তিনি তোমাদের প্রতি (প্রদর্শন) করিয়াছেন। তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের মন পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। আর তোমরা আগুনে ভরা একে গভীর গর্তের কিনারায় দাঁড়াইয়া ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাহা হইতে রক্ষা করিলেন। আল্লাহ একইভাবে তাহাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরেন এই উদ্দেশ্যে যে, হয়তো বা ওই নিদর্শনাবলী হইতে তোমরা তোমাদের কল্যাণের সঠিক পথ লাভ করিতে পারিবে। (৩:১০৩)

- আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকিতে হইবে, যাহারা নেকীর (মঙ্গলের) দিকে ডাকিবে, ভালো ও সত্য কাজের নির্দেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখিবে। যাহারা এই কাজ করিবে, তাহারাই সাফল্যমন্ডিত হইবে। (৩:১০৪)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

حبل এর প্রাথমিক অর্থ হচ্ছে রজ্জু। এই স্থলে আল্লাহর রজ্জু অর্থ কুরআন ও ইসলাম। - বায়যাবী

(তাফসীর ইবনে কাসীর : প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

- আল্লাহর পথ আঁকড়ে ধরা: আল্লাহ তায়ালা বলেন: আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় রূপে ধারণ করো ও বিভক্ত হয়ো না।

حَبْلُ اللَّهِ - শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অঙ্গীকার।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ

-তারা যেখানেই অবস্থান করছে না কেন, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত হয়েছে, আল্লাহর নিপতিত হয়েছে এবং গলগ্রহতা ওদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। (৩:১১২)

- অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে: তোমরা আল্লাহ সুবহানানহু ওয়া তায়ালার রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো। ওই রজ্জু হচ্ছে পবিত্র কুরআন। তোমরা মতভেদ সৃষ্টি করোনা এবং পৃথক পৃথক হয়ে যেয়ো না।

সহীহ মুসলিম এ রয়েছে, রাসূলাল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

আল্লাহ তায়ালা তিন টি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তারই ইবাদত করবে এবং তার সাথে কেহকে অংশীদার করবে না। দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে এই যে, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভারে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলিম শাসকদের সহায়তা করবে। আর যে তিনটি কাজ তার অসন্তুষ্টির

কারণ তার একটি হচ্ছে, বাজে ও অনর্থক কথা বলা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, অত্যাধিক প্রশ্ন করা এবং তৃতীয় টি হচ্ছে সম্পদ ধ্বংস করা। **(মুসলিম ৩/১৩৪০)**

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর নিয়ামতের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন। অজ্ঞতার যুগে অউজ ও খাযরাজ গোত্রদের খুবই যুদ্ধ বিগ্রহ ও কঠিন শত্রুতা ছিল। প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকতো। অতঃপর যখন গোত্রদ্বয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তখন মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে তারা পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে এক হয়ে যায়। হিংসা, বিদ্বেষ বিদায় নেয়। এবং তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। তারা সওয়াবের কাজে একে অপরের সহায়ক হয় এবং আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তারা পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে যায়।

- **যেমন অন্যস্থানে রয়েছে: সূরা আনফাল ৬২-৬৩ তে রয়েছে:**

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

-তিনি এমন (মহাশক্তিশালী) যে, (গায়েবি) সাহায্য (ফেরেস্তা) দ্বারা এবং মু'মিনদের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন ও করবেন। তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ ও ব্যায় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন।

আল ইমরানের ১০৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন।

তোমরা একেবারে জাহান্নামের আগুনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলে এবং তোমাদের কুফরী তোমাদেরকে ওর ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাদের

ইসলাম গ্রহণের তৌফিক প্রদান করে তোমাদেরকে ওই আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

হুনাইনের যুদ্ধে বিজয় লেভার পর ধর্মীয় মঙ্গলের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করতে গিয়ে কোনো কোনো লোককে কিছু বেশি প্রদান করেন। তখন আনসাদের গানিমতের মালামাল বন্টন করার ব্যাপারে খুশি হতে পারি নি, যদিও আল্লাহর তরফ থেকে নবী (সাঃ) যে ভাবে বলা হয়েছিল সে ভাবে বন্টন করা হয়েছিল।

তখন রাসূল (সাঃ) বলেন, হে আনসারবৃন্দ! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলে না? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। তোমরা কি দলে দলে বিভক্ত ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমারি কারণে তোমাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি স্থাপন করেন। তোমরা দরিদ্র ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ আমারই মাধ্যমে সম্পদশালী করেন। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে এ পবিত্র দলটি আল্লাহর শপথ করে সমস্বরে বলে উঠেন: আমাদের উপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর অনুগ্রহ এর চেয়েও বেশি রয়েছে। **(নাসায়ী ৫/৯১)**

আল্লাহর দাওয়াতকে মানুষের মাঝে প্রচার করার আদেশ।

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন:

-এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের আহবান করে এবং সৎকাজে আদেশ করে ও অসৎকাজে নিষেধ করে। তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে।

যাহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এই "দল/সম্প্রদায়" এর ভাবার্থ হচ্ছে বিশিষ্ট সাহাবা ও বিশিষ্ট হাদিসের বর্ণনাকারী। অর্থাৎ মুজাহিদ ও আলেমগণ। এমাম আবু জাফর বাকের (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ আয়াতটি পথ করেন ও অতঃপর বলেন: خَيْر শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন ও হাদিসের অনুসরণ। এটা অবশ্যই স্মরণ রাখার বিষয় যে, প্রত্যেকের উপরেই স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী সত্যের প্রচার ফরয। কিন্তু তথাপিও একটি বিশেষ দলের এ কাজে লিপ্ত থাকা প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যে কেহকে কোনো অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেন তাকে বাধা দেয়, যদি এতে তাঁর ক্ষমতা না মন্দ কাজ তাহলে যেন জিহবা (কথা) দ্বারা বাধা প্রদান করে, যদি এটাও করতে না পারে তাহলে যেন অন্তর দ্বারা তাকে ঘৃণা করে এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান। অন্য একটি বর্ণনায় এর পরে এও রয়েছে যে, ওর পরে সরিষার বীজ পরিমান ও ঈমান নেই। (মুসলিম ১/৬৯, ৭০)

মুসনাদ আহমদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ। তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাকো। নতুবা সত্বরই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর স্বীয় শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু তা গৃহীত হবে না। (আহমদ ৫/৩০, তিরমিযী ৬/৩৯০)

এমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

শব্দে শব্দে আল-কুরআন: মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান:

আল্লাহর রজ্জু দ্বারা আল্লাহর দেয়া জীবনব্যাবস্থা বুঝানো হয়েছে। এটাকে আল্লাহর রজ্জু এজন্য বলা হয়েছে যে, এটাই সেই সম্পর্ক যার দ্বারা একদিকে মু'মিনদেরকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা হয়। আর অপরদিকে এর দ্বারা মু'মিনদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জামায়াত গঠন করা হয়। এ রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার অর্থ হলো, মুসলমানদের দৃষ্টিতে এ জীবনব্যবস্থার আসল গুরুত্ব যেন বজায় রাখে। এ ব্যবস্থার প্রতি তাদের যেন অন্তরের অনুগ্রহ ও টান থাকে। এটাকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেন তাদের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয় এবং যেখানেই মুসলমান এ জীবনব্যবস্থার মৌলিক শিক্ষা ও তাঁর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যবস্তু থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং তাদের মনোযোগ ও আকর্ষণ খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি ঝুকে পর্বে, সেখানেই তাদের মধ্যে অনিবার্যভাবে মতপার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতার দেখা দিবে যা ইতিপূর্বেকার নবী-রাসূলদের উম্মতদেরকে তাদের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে অবস্থার মধ্যে আরববাসীরা ইসলাম পূর্ব কালে নিপতিত ছিল। গোত্রে গোত্রে শত্রুতা, কথায় কথায় যুদ্ধ বিগ্রহ এবং দিন রাতে খুন খারাবি ইত্যাদি অবস্থা, যার কারণে তাদের ধ্বংস আসন্ন হয়ে পড়েছিল। এ আগুনে পুড়ে মরা থেকে তাদেরকে যদি কোনো জিনিস বাঁচিয়ে থাকে ইসলামের নিয়ামত। এ আয়াতসমূহ যখন নাজিল হয়েছে তাঁর তিন চার বছর পূর্বে মদীনার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এবং ইসলামের এ জীবন্ত অবদান তারা সকলেই দেখেছে যে, আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় বছরের পর বছর একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিল, তারা কিভাবে পরস্পর মিলেমিশে একত্র হয়ে গিয়েছিলো। এ গোত্রদ্বয় মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের সাথে এমন নজিরবিহীন ত্যাগ ও ভালোবাসা পূর্ণ আচরণ দেখিয়েছে যা একই বংশের লোকেরাও পরস্পরের প্রতি করে না

কুরআনুল কারীম: খাদেমুল হারামাইন আশ- শারীফাইন :

ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পুণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যে সব সৎকর্মের প্রচলন করেছেন তা সবই আয়াতের উল্লেখিত "মারুফ" তথা সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। "মারুফ" শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্ম সাধারণের পরিচিত। তাই এগুলোকে "মারুফ" বলা হয়। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব অসৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ করেছেন খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত "মুনকার" এর অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে "ওয়াজিবাত" পরিবর্তে "মারুফ" ও "মুনকার" বলার সম্ভবত এই যে, হবে। অর্থাৎ "জরুরি করণীয় কাজ" ও "মা'আসী" অর্থাৎ "গোনাহগার কাজ" এর নিষেধ ও বাধাদানের মধ্যে নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাসআলা – মাসয়ালার হাত ব্যাপারে প্রযোজ্য

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো খারাপ কাজ দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহিত হরে, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিহিত করবে, আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। এটাই ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।

অন্য বর্ণনায় এসেছে এর পরে সরিষা পরিমান ঈমানও বাকি নেই।

(মুসলিম ৪৯, আবু দাউদ ১১৪০)

অন্য এক হাদিসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন: যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। নতুবা অচিরেই আল্লাহ তোমাদের উপরে তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি নাজিল করবেন। তারপর তোমরা অবশ্যই তাঁর কাছে দোয়া করবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না। **(তিরমিযী ২১৬৯, মুসনাদ আহমদ ৫/৩৯১)**

তাফহীমুল কুরআন: সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী:

আল্লাহর "রজ্জু" অর্থ "দ্বীন-ইসলাম"। উহাকে রজ্জু এজন্য বলা হয়েছে যে, এই সূত্র দ্বারাই একদিকে আল্লাহর সহিত ঈমানদার লোকদের সম্পর্ক স্থাপন করা এবং অপরদিকে সমস্ত ঈমানদার লোকদিগকে পরস্পর একত্রিত ও মিলিত করিয়ে একটি মজবুত সমাজ-সংগঠন সৃষ্টি করা হয়। এই "রজ্জু" কে শক্ত করিয়া ধরার অর্থ এই যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে মৌলিক গুরুত্ব দ্বীন ইসলাম হওয়ায় তাদের সকল আগ্রহ-উৎসাহ-কৌতূহল এই দ্বীনের প্রতিই হওয়া উচিত। ইহাকেই কায়েম করার জন্য তাহাদের চেষ্টানুবর্তী হওয়া উচিত এবং ইহাকেই খেদমতের জন্য পরস্পরের মধ্যে গভীর সহযোগিতা হওয়া কর্তব্য। দ্বীন ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং উহাকে কায়েম করার একমত লক্ষ্য হইতে যখনি মুসলমান বিচ্যুত হইবে এবং খুঁটিনাটি ও নগন্য বিষয়ের দিকেই যখন তাহাদের দৃষ্টি ও লক্ষ্য অরক্ষিত হইবে তখনি তাহাদের মধ্যে ঠিক সেইরূপ বিভেদ- বিচ্ছেদ ও মত-বৈষম্য দেখা দিবে। যেরূপ পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাহাদিগকে তাহাদের আসল জীবন-লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া দুনিয়া ও আখেরাতে চরম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়াছিল।

ইসলামের পূর্বে আরববাসীদের যে অবস্থা ছিল, এখানে সেই দিক ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পূর্বে তাহাদের গোত্রসমূহের মধ্যে সাংঘাতিক শত্রুতা বিদ্যমান ছিল; কথায় কথায় লড়াই-ঝগড়া এবং দিনরাত খুনাখুনি ও রক্তপাত লাগিয়াছিল। ইহারই পরিণামে আরব জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। এই নিশ্চিয় ধ্বংস ও সর্বনাশা আগুনে ভস্ম হওয়া হতে তাহাদিগকে একমাত্র ইসলামই রক্ষা করিয়াছিল। এই আয়াত নাজিল হওয়ার প্রায় তিন-চার বৎসর পূর্বেই মদীনার লোকেরা মুসলমান হইয়াছিল এবং ইসলামের এই জীবন্ত ও বাস্তব অবদান দেখতে পাইয়াছিল। বিশেষত

যুগ-যুগান্তকাল ধরিয়া যুদ্ধ, মারামারি ও কঠিন শত্রুতাই লিপ্ত ও পরস্পরের জানী দুশমন আওস ও খাজবাজ গোত্রদ্বয় ইসলামের মহীয়ান ছায়াতলে পরস্পরে মিলিয়ে একাকার হইয়া গিয়েছিলো। মক্কা হইতে আগত মুহাজিরদের প্রতি এই গোত্রদ্বয় এমন অতুলনীয় ও অদৃষ্টপূর্ব ত্যাগ ও ভালোবাসার বাস্তব নিদর্শন স্থাপন করিয়াছিল, যাহা একই পরিবারের লোকদের মধ্যেও সাধারণত দেখা যায় না।

এই দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তোমাদের কল্যাণ নিশ্চিত রহিয়াছে, না উহাকে ত্যাগ করিয়া পূর্ববর্তী অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তোমাদের মঙ্গোল রহিয়াছে- তোমাদের প্রকৃত কল্যাণকারী আল্লাহ ও তাহার রাসূল, না সেই সব ইয়াহুদী, মুশরিক ও মুনাফিক ব্যাক্তি, যাহারা তোমাদিগকে পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতের দিকে ফিরাইয়া নিতে চায়, তোমাদের চক্ষু থাকিলে এই সব নিদর্শন দেখিয়াই তাহা তোমরা অনুধাবন করিতে পারো।